মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বেগম খালেদা জিয়াকে ‘গণতন্ত্রের মা’ ও দেশনেত্রী আখ্যায়িত করে তার মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবি সহ অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বিলুপ্ত করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবি আদায়ে মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টায় কলেজ মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলী বাস স্ট্যান্ড মোড়ে যেয়ে শেষ হয়।

এর আগে কলেজ মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিএনপির নেতা কর্মীরা। মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সেক্রেটারি ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন,জেলা বিএনপি সহ সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জাবেদ মাসুদ মিল্টন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করে।

এ সময় মাসুদ অরুন বলেন,’শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হবে।

অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বিলুপ্ত নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। সরকার পতনের আন্দোলন এই মেহেরপুর থেকেই শুরু হবে। ‘

মেহেরপুরে জাতীয় তামাকমুক্ত

দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

“স্থায়ীত্বশীল তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী সরকার গাইডলাইন বাস্তবায়ন জরুরি”এই প্রতিপাদ্যে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে মেহেরপুরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সোমবার (৯ অক্টোবর) সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপির সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার সভা কক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহামেদ চুন্নু এবং বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম বক্তব্য দেন।

এসময় আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহামেদ চুন্নু বলেন,সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির কোনো লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না। বিশেষ করে স্কুলের সামনে যেন সিগারেটের দোকান না থাকে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক কাউকে যেন সিগারেট বিক্রি না করা হয় সে বিষয়ে অভিযান চালালে তামাক জাতীয় ব্যবহার অনেক অংশেই কমে আসবে।

তিনি আরো বলেন, আগামী অর্থ বছরের বাজেটে আমার ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ২০ হাজার টাকা শুধু প্রচার প্রচারণার বাজেট রাখবো।

আলোচনা সভায় এছাড়াও শানঘাট পল্লী উন্নয়ন নগরের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মহিবুল আলম ওহিদ,এসপিএইসআর এর নির্বাহী পরিচালক আবু আবিদ,মফিজুল ইসলাম,নজরুল ইসলাম, সাজেদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবারতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে আওয়ামী লীগ

উত্তরাধিকার সূত্রে বা পারিবারিক পরিচয়ে রাজনীতির চর্চা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এ উপমহাদেশে। বাবার সূত্রে কিংবা দাদার সূত্রে রাজনীতিতে এসে অনেকে পূর্বসূরিকে ছাড়িয়ে গেছেন। রাজনীতিতে হয়েছেন বটবৃক্ষ। আবার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকলেও উত্তরাধিকার সূত্রে পদ-পদবি পেয়ে যাওয়ার উদাহরণও আছে। যারা এভাবে রাজনীতিতে এসেছেন, তারা কার্যত বনসাই হয়ে আছেন।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে উত্তরাধিকার রাজনীতি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরোধী।

দেশের সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগ, স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠিত বিএনপি ও জাতীয় পার্টিসহ প্রায় সব দলেই উত্তরাধিকারের চর্চা রয়েছে। পারিবারিক সূত্রে এমপি হওয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান একাদশ সংসদে এ সংখ্যা ৯৮। স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ জাগায় যে, আগামী দ্বাদশ সংসদে এ সংখ্যা কত হবে? যদিও বর্তমান সংসদের ৩৪টি উপনির্বাচনে উত্তরাধিকার সূত্রে এমপি হয়েছেন মাত্র চারজন। বাকি ৩০ জনকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সাবেক ছাত্র নেতা ও রাজনৈতিক বিবেচনায়। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সে পথেই হাটছে বলে উপনির্বাচনের মনোনয়নগুলো সে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ সংসদীয় আসনের উপ-নির্বাচনে অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু এবং লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের উপ-নির্বাচনে গোলাম ফারুক পিংকুকে মনোনয়ন দিয়েছে ।

রাজধানীর গণভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

বিজ্ঞাপন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের আহ্বায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু। এছাড়াও তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ

ট্রাস্টের সচিব এবং স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের (স্বাশিপ) সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অন্যদিকে মোহাম্মদ গোলাম ফারুক পিংকু জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি।

একাদশ জাতীয় সংসদের শূন্যঘোষিত এ দুটি আসনে উপ-নির্বাচন আগামী ৫ নভেম্বর। তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ১১ অক্টোবর এবং যাচাই-বাছাই ১২ অক্টোবর।

গত ১ অক্টোবর সংসদ সচিবালয় এ দুই আসন শূন্য ঘোষণা করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত এমপি উকিল আব্দুস সাত্তার ভূঞা এবং লক্ষ্মীপুর-৩ আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত এমপি এ কে এম শাহজাহান কামাল রাজধানীর একটি হাসপাতালে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ভোররাতে মৃত্যুবরণ করেন। এতে আসন দুটি শূন্য হয়। ব্রাক্ষণবাড়িয়া ২ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়র চেয়েছিলেন উকিল আব্দুস সাত্তারের ছেলে ।

এদিকে, সংসদের ৩০০ আসনে উত্তরসূরি হিসেবে বা পারিবারিক পরিচয়ে মনোনয়ন পাওয়ার পাশাপাশি সংরক্ষিত ৫০ আসনেও এই চর্চা আছে। বরং হিসাব করলে বেশিই দেখা যায়।

সব মিলিয়ে একাদশ সংসদেই উত্তরসূরি বা পারিবারিক পরিচয়ে এমপি রয়েছেন শতাধিক।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, অনেক ক্ষেত্রে দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বা সংশ্লিষ্ট এলাকায় দলের প্রভাব ধরে রাখতে নেতার পরিবারের সদস্যদের রাজনীতিতে আনা হয়। আবার অনেক সময় যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে না ওঠায় এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

তবে উত্তরাধিকার চর্চার প্রভাব নিয়ে সতর্ক করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, এমন চর্চার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। সংসদে দেখা যায়, অনেকে বক্তব্য দিতে পারেন না। সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিও বোঝেন না। আবার জনসমাবেশে অরাজনৈতিক আচরণ করেন, যা সরকার বা দলকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। হঠাৎ করে রাজনীতির মাঠে এসে বেসামাল হয়ে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক সস্প্রতি এক গণমাধ্যমকে বলেন, ‘উত্তরাধিকারের রাজনীতি গণতন্ত্র ও আধুনিক রাজনীতির বিরোধী। দলের জন্য ও রাজনীতির জন্য ক্ষতিকর।’

তিনি বলেন, ‘গত ১৫-২০ বছরে এ ধারার রাজনীতির চর্চা বেশি হচ্ছে বলেই দুর্বল হয়েছে রাজনীতি।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার বলেন, ‘রাজনৈতিক ত্যাগ-তিতিক্ষা বা যোগ্যতা থাকলে এটা গ্রহণ করা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে সংসদে এত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা অবশ্যই দুশ্চিন্তার। আমি মনে করি, এ সংখ্যা নিয়ে প্রত্যেক দলেরই চিন্তার ব্যাপার আছে। কারণ দাদা, বাবার যোগ্যতায় এসব পদ পেয়ে থাকলে গণতন্ত্র কতটা মজবুত করবে, সেটাও ভাবতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘প্রজাতন্ত্রে উত্তরাধিকারের সুযোগ নেই। আবার এটাকে ধর্মগ্রন্থের বাণী মনে করলেও চলবে না। কারও যদি যোগ্যতা থেকে থাকে, তাহলে বাবা-দাদা থাকলে আসতে পারবেন না সেটাও তো হতে পারে না।’

আওয়ামী লীগের যারা: এমপি ও মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন পঞ্চগড় থেকে নির্বাচিত। তার বড় ভাই সিরাজুল ইসলাম ১৯৭০, ’৭৩, ’৭৯ ও ’৮৬ সালের এমপি। দিনাজপুর থেকে নির্বাচিত খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর বাবা প্রয়াত আবদুর রউফ চৌধুরী। তিনি ১৯৯৬ সালের এমপি ও দলের নেতা ছিলেন। ছিলেন প্রতিমন্ত্রী। খালিদ মাহমুদ চৌধুরীও বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী। তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতি থেকে উঠে আসা। এ ছাড়া তিনবার দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

দিনাজপুরের আরেকটি আসন থেকে নির্বাচিত ইকবালুর রহিমের বাবা প্রয়াত আবদুর রহিম। তিনি সত্তরের এমপি ছিলেন। তবে ইকবালুর রহিম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দিনাজপুরের আরেকটি আসনের এমপি শিবলী সাদিক। তার বাবা মোস্তাফিজুর রহমান ফিজুও এমপি ছিলেন।

রংপুর-২ আসনের আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরীর চাচা আনিসুল হক চৌধুরী এমপি ছিলেন। গাইবান্ধা-২ আসনের মাহাবুব আরা গিনি পারিবারিক বিবেচনায় এমপি হয়েছেন। বগুড়া-১ আসনের সাহাদারা মান্নান প্রয়াত এমপি আবদুল মান্নানের স্ত্রী। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনের সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল ১৯৭৩ সালের এমপি প্রয়াত মইন উদ্দীন আহমদের ছেলে। নওগাঁ-৫ আসনের নিজাম উদ্দিন জলিলের (জন) বাবা প্রয়াত আবদুল জলিল ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ও মন্ত্রী। সিরাজগঞ্জ-১ আসনের তানভীর শাকিল জয় প্রয়াত মন্ত্রী ও নেতা

মোহাম্মদ নাসিমের ছেলে। তার দাদা জাতীয় চার নেতার অন্যতম মনসুর আলী। সিরাজগঞ্জ-২ আসনের ডা. হাবিবে মিল্লাত সাবেক স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের মেয়ের জামাই। সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের তানভীর ইমাম প্রয়াত নেতা এইচ টি ইমামের ছেলে। সিরাজগঞ্জ-৬ আসনের মেরিনা জাহান দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য প্রয়াত মযহারুল ইসলামের মেয়ে। তার ভাই চয়ন ইসলামও এমপি ছিলেন। পাবনা-২ আসনের আহমেদ ফিরোজ কবির প্রয়াত আহমেদ তফিজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি ১৯৭৩ ও ’৯৬ সালের এমপি ছিলেন। মেহেরপুর-১ আসনের ফরহাদ হোসেনের বাবা প্রয়াত মোহাম্মদ সহিউদ্দিন ছিলেন ১৯৭০, ’৭৩ ও ’৮৬ সালের এমপি। কুষ্টিয়া-৪ আসনের এমপি সেলিম আলতাফ জর্জের দাদা গোলাম কিবরিয়া ছিলেন এমপি। ঝিনাইদহ-২ আসনের তাহজীব আলম সিদ্দিকীর বাবা প্রয়াত নুরে আলম সিদ্দিকী ছিলেন দলের নেতা। ঝিনাইদহ-৩ আসনের এমপি শফিকুল আজম খান। তার বাবা প্রয়াত শামসুল হুদা জাতীয় পার্টির এমপি ছিলেন। যশোর-৫ আসনের স্বপন ভট্টাচার্যের ভাই পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য দলের নেতা। অবশ্য রাজনীতিতে স্বপনেরও অবদান রয়েছে। রংপুর-৬ আসন থেকে নির্বাচিত স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর বাবা প্রয়াত রফিকুল্লাহ চৌধুরী ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন। মাগুরা-১ আসনের এমপি সাইফুজ্জামান শিখর। তার বাবা মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান তিনবারের এমপি ছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতা শেখ হেলালের ছেলে শেখ ফারহান নাসের তন্ময় বাগেরহাট-২ আসনের এমপি। বাগেরহাট-৩ আসনের হাবিবুন নাহার খুলনার মেয়র তালুকদার আবদুল খালেকের স্ত্রী। খুলনা-২ আসনের শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল শেখ নাসেরের ছেলে। খুলনা-৩ আসনের মন্নুজান সুফিয়ানের স্বামী আবু সুফিয়ান এ আসনের এমপি ছিলেন। তিনি নিজেও অবশ্য রাজনীতি করেছেন। ভোলা-২ আসনের আলী আজম মুকুল দলের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা। ভোলা-৪ আসনের আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের বাবা প্রয়াত এমএম নজরুল ইসলাম ১৯৭৯ ও ’৯১ সালের এমপি। টাঙ্গাইল-৬ আসনের আহসানুল ইসলাম সাবেক এমপি হাজি মকবুল আহমেদের ছেলে। টাঙ্গাইলের আরেক আসনের এমপি খান আহমেদ শুভ দলের জেলা সভাপতি ফজলুর রহমান ফারুকের ছেলে। ফারুক ১৯৭৩ সালে এমপি ছিলেন। ময়মনসিংহ-১ আসনের জুয়েল আরেং সাবেক প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিনের ছেলে। ময়মনসিংহ-২ আসনের শরীফ আহমেদের বাবা শামসুল হক চারবারের এমপি। ময়মনসিংহ-১০ আসনের ফাহমী গোলন্দাজ বাবেলের বাবা প্রয়াত এমপি আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ। নেত্রকোনার এমপি সাজ্জাদ হাসানের বাবা প্রয়াত আখলাকুল হোসাইন আহমেদ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। কিশোরগঞ্জ-১ আসনের সৈয়দা জাকিয়া নূর চার জাতীয় নেতার অন্যতম সৈয়দ নজরুল ইসলামের

মেয়ে ও দলের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের বোন। কিশোরগঞ্জের আরেক এমপি রেজওয়ান আহম্মেদ তৌফিক সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের ছেলে। অন্য এমপি নাজমুল হাসান পাপনের বাবা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুুর রহমান। তার মা মহিলা আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা আইভি রহমান। মানিকগঞ্জের নাঈমুর রহমান দুর্জয়ের বাবা প্রয়াত সায়েদুর রহমান এমপি ছিলেন। ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে নির্বাচিত নসরুল হামিদের বাবা হামিদুর রহমান দলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মা হাসনা হামিদও রাজনীতি করতেন। গাজীপুরের জাহিদ আহসান রাসেল প্রয়াত নেতা আহসান উল্লাহ মাস্টারের ছেলে। সিমিন হোসেন রিমি প্রয়াত জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদের মেয়ে। মেহের আফরোজ চুমকির বাবা প্রয়াত ময়েজউদ্দিন ১৯৭০ ও ’৭৩ সালের এমপি। কাজী কেরামত আলীর বাবা কাজী হেদায়েত হোসেন গণপরিষদ সদস্য ছিলেন। মুজিবুর রহমান চৌধুরীর (নিক্সন) বাবা ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধু পরিবারের আত্মীয়। তার আরেক ছেলে নূর-ই-আলম চৌধুরীও এমপি। ফরিদপুর-৩ আসনের ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন আত্মীয় পরিচয়ে এমপি হন। ফরিদপুরের আরেকটি আসনের এমপি শাহদাব আকবরের মা প্রয়াত এমপি দলের নেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। নাহিম রাজ্জাকের বাবা প্রয়াত নেতা ও এমপি আবদুর রাজ্জাক। জয়া সেনগুপ্তা প্রয়াত এমপি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের স্ত্রী। এ কে আবদুল মোমেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের ভাই। গাজী মোহাম্মদ শাহনওয়াজের (মিলাদ গাজী) বাবা প্রয়াত এমপি দেওয়ান ফরিদ গাজী। মাহবুব আলীর বাবা আছাদ আলী প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। আনিসুল হকের বাবা প্রয়াত সিরাজুল হক ১৯৭০ সালের এমপি ও সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা। রাজী মোহাম্মদ ফখরুলের বাবা এএফএম ফখরুল ইসলাম মুন্সী ছিলেন জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের এমপি। দীপু মনির বাবা প্রয়াত এমএ ওয়াদুদ ছিলেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। আয়েশা ফেরদাউসের স্বামী প্রয়াত এমপি মোহাম্মদ আলী। মাহফুজুর রহমানের বাবা মুস্তাফিজুর রহমান ১৯৯১ ও ’৯৬ সালের এমপি ছিলেন। এবিএম ফজলে করিম চৌধুরীর বাবা প্রয়াত ফজলুল কবির চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা ছিলেন। মহিবুল হাসান চৌধুরীর বাবা চট্টগ্রামের প্রয়াত মেয়র মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বাবা প্রয়াত এমপি আখতারুজ্জামান চৌধুরী। সাইমুম সরওয়ার কমলের বাবা প্রয়াত ওসমান সরওয়ার চৌধুরী ছিলেন ১৯৭৩ সালের এমপি। শাহিনা আক্তার চৌধুরীর স্বামী সাবেক এমপি আবদুর রহমান বদি। শিরীন আহমেদের স্বামী প্রয়াত বজলুর রহমান আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। নাহিদ ইজাহার খানের বাবা খন্দকার নাজমুল হুদা পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর নিহত সেনা কর্মকর্তা। খাদিজাতুল আনোয়ারের বাবা প্রয়াত এমপি রফিকুল

আনোয়ার। ওয়াসিকা আয়শা খানের বাবা প্রয়াত আতাউর রহমান খান কায়সার দলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ছিলেন। কানিজ ফাতেমা আহমেদের স্বামী মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী আওয়ামী লীগ নেতা। আঞ্জুম সুলতানা সীমার বাবা কুমিল্লার প্রয়াত নেতা আফজল খান। উম্মে ফাতেমা নাজমা বেগমের (শিউলী আজাদ) স্বামী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল আজাদ। রুমানা আলীর বাবা প্রয়াত এমপি রহমত আলী। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের এমপি বদরুদ্দোজা মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন সংগ্রাম। তার মামা খালেদ মোশাররফ। পারিবারিক পরিচয়ে এমপি হলেও সংগ্রাম এমপি হওয়ার আগে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুলতানা নাদিরার স্বামী প্রয়াত নেতা গোলাম সবুর টুলু। হাবিবা রহমান খান শেফালীর বাবা প্রয়াত ফজলুর রহমান খান তিনবারের এমপি ছিলেন। জাকিয়া পারভীন খানমের বাবা সাবেক এমপি মোস্তাফিজুর রহমান খান চুন্নু মিয়া। তার স্বামী আওয়ামী আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন। অপরাজিতা হকের বাবা প্রয়াত খন্দকার আসাদুজ্জামান ছিলেন তিনবারের এমপি। তামান্না নুসরাত বুবলীর স্বামী প্রয়াত লোকমান হোসেন ছিলেন নরসিংদীর মেয়র। জাকিয়া তাবাসসুমের বাবা প্রয়াত আজিজুর রহমান দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। ফরিদা খানম নারী মুক্তিযোদ্ধা। তার স্বামী নোয়াখালী জেলা মুজিব বাহিনী প্রধান মাহমুদুর রহমান বেলায়েত। রাজবাড়ীর সালমা চৌধুরীর বাবা প্রয়াত আবদুল ওয়াজেদ চৌধুরী ছিলেন এমপি। সৈয়দা রাশিদা বেগমের স্বামী কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি প্রয়াত সৈয়দ নিজাম উদ্দিন লাইট। ফেরদৌসী ইসলাম জেসীর বাবা প্রয়াত ভাষাসৈনিক ও সংসদ সদস্য আ আ ম মেসবাহুল হক বাচ্চু। পারভীন হক সিকদারের বাবা প্রয়াত ব্যবসায়ী জয়নুল হক সিকদার। জামালপুরের আবুল কালাম আজাদ শেখ ফজলুল করিম সেলিমের ভায়রা। এ ছাড়া শেখ ফজলুল করিম সেলিম, শেখ হেলাল উদ্দীন, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও শামীম ওসমানের পারিবারিক পরিচয় থাকলেও তারা এখন প্রত্যেকে রাজনীতিতে স্বনামে প্রতিষ্ঠিত।

জাতীয় পার্টি: বিরোধী দলনেতা রওশন এরশাদ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্ত্রী। তাদের ছেলে সাদ এরশাদও এমপি। আহসান আদেলুর রহমান প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও দলের চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের ভাগ্নে। জিএম কাদেরের স্ত্রী শেরিফা কাদেরও এমপি। নীলফামারী-৪ আসনে আদেলুর রহমান আদেল, তার বাবা ১৯৯৬ সালে জাতীয় পার্টি থেকে এমপি ছিলেন। নাসরীন জাহান রত্না দলের কো-চেয়ারম্যান রুহুল আমিন হাওলাদারের স্ত্রী। আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমানের ভাই নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের এমপি সেলিম ওসমান।

অন্যান্য: ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের স্ত্রী লুৎফুন নেসা খান সংরক্ষিত নারীর আসনে এমপি। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু নিজে ও তার স্ত্রী বেগম আফরোজা হকও এমপি। মাহী বি চৌধুরীর বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সেলিনা ইসলামের স্বামী পদচ্যুত এমপি কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল।

ভাড়া বিল্ডিংয়ে চলছে মেহেরপুর ডাক বিভাগের কার্যক্রম

সাত কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মেহেরপুর প্রধান ডাকঘর নির্মাণের কাজ দুই বছরেও শেষ হয়নি। ফলে শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার একটি বাড়ির একতলা ভাড়া নিয়ে চলছে ডাকঘরের কার্যক্রম।

আজ ৯ অক্টোবর সোমবার বিশ্ব ডাক দিবস। প্রতি বছর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ডাক অধিদপ্তর দিবসটি পালন করে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের পোস্টমাস্টার কিছু জানাতে পারেননি। এমনকি ডাক অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটেও এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন তথ্য দেয়া নেই।

১৮৭৪ সালের ৯ অক্টোবর সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে ২২টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গঠিত হয় ‘ইউনির্ভাসেল পোস্টাল ইউনিয়ন’। পরে এ সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে উত্থাপিত একটি প্রস্তাব পাসের মাধ্যমে ১৯৬৯ সালে ৯ অক্টোবরকে বিশ্ব ডাক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইউনিভার্সেল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ) ও আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ করে। এরপর থেকে দেশে প্রতি বছর বিশ্ব ডাক দিবস পালিত হয়ে আসছে।

মেহেরপুর পোস্ট অফিসে এ দিবসটি উপলক্ষে ডাক অধিদপ্তর ও মেহেরপুর

পোস্ট অফিসের উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে গেলে নির্দিষ্ট কোন তথ্য দিতে পারেননি মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরে কর্তব্যরত পোস্টমাস্টার। তবে বলেছেন ডাক অধিদপ্তর থেকে মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরে মাত্র তিন পিস পোস্টার পাঠানো হয়েছে।

ভূমি সেবা, ড্রাইভিং লাইসেন্স, চিঠি বুকিং ও বিলিতে এসএমএস সার্ভিস নতুন তিনটি সেবা চালু হওয়াতে ডাক বিভাগ মানুষের কাছে নতুন করে আস্থার জায়গা ফিরে পাচ্ছে।

সরজমিনে মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরে যেয়ে জানা যায়, মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের অধীনে একটি উপজেলা পোস্ট অফিস (গাংনী) ও তিনটি সাব পোস্ট অফিস রয়েছে। সেগুলো হলো আমঝুপি সাব পোস্ট অফিস, বড়বাজার সাব পোস্ট অফিস ও কোর্ট সাব পোস্ট অফিস। এছাড়াও ৩০ টি শাখা ডাকখর রয়েছে।

মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের পোস্ট মাস্টার জহুরুল হক বলেন, ‘নতুন ভবনের কিছু কাজ এখনো বাকি রয়েছে। আশা করছি দুই মাসের মধ্যে নতুন ভবনে যেতে পারবো। অতীতে সব মিলিয়ে দিনে প্রায় এক হাজার চিঠির আদান প্রদান হতো। তবে বর্তমানে সাধারণ চিঠির সংখ্যা কমে গেলেও রেজিস্ট্রি যোগে পাঠানো চিঠির সংখ্যা বেড়েছে, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর সহ ব্যক্তিগত রেজিস্ট্রি চিঠি এখন প্রতিদিন প্রায় এক হাজার করে আদান প্রদান করা হয়। তবে সাধারণ চিঠি প্রদানের হার প্রায় শূন্যের কোঠায়। বিভিন্ন সরকারি স্কিম ও ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের সাধারণ এবং মেয়াদী হিসাব মিলিয়ে জেলায় প্রায় ১০ হাজার সেবা গ্রহীতা রয়েছেন। তারা কোন প্রকার ভোগান্তি ছাড়াই সেবা পাচ্ছেন। এছাড়া সদ্য চালু হয়েছে সবচেয়ে কম খরচে টাকা পাঠানোর জন্য ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম (ইএমটিএস)। এক সময়ের জনপ্রিয় পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা জনসচেতনতার অভাবে প্রায় বন্ধ।’

মেহেরপুরে জনপ্রতিনিধি সাথে

সৌজন্য সাক্ষাৎ বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের

মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সদস্যরা জনপ্রতিনিধি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ রবিবার সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি রেহেনা মান্নানের নেতৃত্বে একটি টিম এ সৌজন্য সাক্ষাৎ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মহা: আব্দুস সালাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সদর উপজেলা সভাপতি ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাজমুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি আজিমুল বারি মুকুল, পৌর শাখা সাংগঠনিক সম্পাদক সুলহানা মুস্তাফিজ ঐশী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর বিনামূল্যে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ ও সার বিতরণ

মুজিবনগর কৃষি প্রণোদনার আওতায় বিনামূল্যে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ ও সার বিতরণ করেছে উপজেলা কৃষি অফিস ।

আজ রবিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলা কৃষি অফিস চত্তরে উপজেলা কৃষি অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে, ২০২৩/২০২৪ অর্থবছরে খরিফ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন

করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন,উপজেলা উদ্ভিদ ক্ষেত্র সরকারি মিজানুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য সচিব আয়ূব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক,৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল মন্ডল টুইস সহ উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

মুজিবনগর উপজেলার ৪ ইউনিয়নে মোট ১৮০ জনকে জনপতি ১কেজি বীজ,২০ কেজি ডিএপি,২০ কেজি এম ও পি, পলিথিন ১৫০ বর্গমিটার, লাইন সুতা ০.৫০ , বালাইনাশক ০.১০ , ৪টি করে বাঁশ ও বিকাশের মাধ্যমে ২ হাজার টাকা প্রদান করা হবে।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল বৃদ্ধের

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে সদর উপজেলা আমঝুপি হাটে বাজার করে সড়কে ওঠার সময় দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল কসম আলী
(৮০) নামের এক বৃদ্ধের।

রবিবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কসম আলী সদও উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত মোহন আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কসম আলী আমঝুপি সাপ্তাহিক হাট থেকে বাজার করে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে উঠছিলেন। এসময় চুয়াডাঙ্গা থেকে মেহেরপুরগামী একটি দ্রুতগামী মোটরসাইকেল কসম আলীকে ধাক্কা দেয়। এত কসম আলী সড়কে ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসসক মৃত ঘোষণা করেন। তবে, দ্রুতগামীর ওই মোটরসাইকেলটি ধরতে পারেনি স্থানীয়রা।

মেহেরপুরে অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, মেহেরপুর কর্তৃক আয়োজিত জেলা ভিত্তিক ২১ দিন মেয়াদি অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ (পুরুষ- ৪র্থ ধাপ) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (০৮ অক্টোবর) দুপুর ২টার সময় জেলা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ শেডের শ্রেণি কক্ষে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্রদত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর শুভ উদ্বোধন করেন।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রদীপ চন্দ্রদত্ত বলেন, প্রশিক্ষিত জনবল সমাজ ও দেশের সম্পদ। এ ধরনের প্রশিক্ষণ বাহিনীর এক চলমান প্রক্রিয়া। তৃণমূল পর্যায়ে বাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা যেমন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করছে পাশাপাশি দেশের প্রয়োজনে বাহিনীর ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও জনহিতকর কর্মকান্ড এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখার মাধ্যমে বাহিনীর সুনাম বয়ে আনছে। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেদের দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলবে এবং আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে, অদূর ভবিষ্যতে দেশের যেকোন প্রয়োজনে বাহিনীর আহবানে সাড়া দিয়ে নিজেদের আত্মনিয়োগ করবে বলে আশাব্যক্ত করেন।

এ সময় কোর্সের সাথে সংশ্লিষ্ট কোর্স অ্যাড জুট্যান্ট গাংনী উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মুজিবনগর উপজেলা আনসার কর্মকর্তা মিরাজুল ইসলাম, কোয়ার্টার মাস্টার সিএ মোঃ আল মামুন, সদর টিআই সাগর আহমেদসহ অন্যান্য প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত ৪ অক্টোবর গঠিত কমিটি কর্তৃক বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জেলার তিনটি উপজেলা হতে ৬৮ জনযোগ্য ও নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। ৮ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণ চলবে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত।

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজে গভর্নিং বডির মতবিনিময় সভা

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সাথে শিক্ষক দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার দুপুর ১.৩০ মিনিটের সময় কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক মিলানায়তন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ও ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, গভর্নিং বডির সদস্য ও ২ ওয়ার্ডের মেম্বর জিনারুল ইসলাম, সদস্য চুন্নু মিয়া ইউসুফ আলী, সদস্য কল্পনা খাতুন, ও কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাক্ষ হাফিজুল ইসলাম সহ স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক, সহকারী শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারী বৃন্দ।

সভায় সভাপতি মিজানুর রহমান রানা তার বক্তব্য আগামীর জন্য দিক নির্দেশনা তুলে ধরেন ও কর্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন। এবং সভাপতি মিজানুর রহমান রানা প্রতিটি ক্লাসে যেয়ে ক্লাস পরিদর্শন করেন, সাথে সকল শিক্ষার্থী দের পড়াশোনায় মনযোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।
প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার মান উন্নয়ন, এস এস সি এইস এস সি তে রেজাল্ট ১০০% পাস ও এ+ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে হবে। ছাত্র ছাত্রী দের স্কুলে উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।প্রয়োজনে অবিভাবকদের শরণাপন্ন হতে হবে। তার পরেও না হলে গভর্নিং বডিকে জানাতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীর যারা বছরে সর্বোচ্চ উপস্থিত থাকবে তাদের আমার পক্ষ থেকে পুরুষ্কার থাকবে।সকল ছাত্র

ছাত্রী দের শতভাগ স্কুল ড্রেস নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক প্রভাষক কর্মচারী বৃন্দ কে স্কুল সুরু হওয়ার ১৫ মিনিট আগে উপস্থিত থাকতে হবে। আমি মাঝে মাঝে পরিদর্শন করবো যদি ব্যাত্যয় ঘটে সেই সকল শিক্ষক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রসাশনিক ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে। এ্যাসেম্বলির সময় সকল শিক্ষক কে উপস্থিত থাকতে হবে। সময় মত ক্লাসে যেতে হবে এবং নিতীমালা অনুযায়ী ক্লাস গ্রহন করতে হবে। ক্লাস চলাকালীন সময়ে কোন শিক্ষক মোবাইল ফোন ব্যাবহার করতে পারবেনা।প্রতিটি ক্লাসে হোয়াইট বোর্ড ও মার্কারের ব্যাবহার করতে হবে যাতে করে ছাত্র ছাত্রী ক্লাস বুঝতে সমস্যা না হয়। এবং গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করতে হবে।
নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠান ছুটি দিতে হবে তার আগে প্রতিষ্ঠান ছুটি দিলে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জবাবদিহি করা হবে। যার যথাযথ কারন অবশ্যই দেখাতে হবে।
এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠান প্রধান গভর্নিং বডির কাছে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মান উন্নয়নে সহযোগিতা কামনা করেন।

এবং সকল শিক্ষক বৃন্দদের সাথে মতামত গ্রহন করেন আগামী বোর্ড পরীক্ষায় ছাত্র ছাত্রী দের রেজাল্ট ভালো করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে।সে অনুযায়ী পরিকল্পনা ও ব্যাবস্থা গ্রহন করে সভার সমাপ্তি করেন।

দেবাশীষ বাগচির বিরুদ্ধে চেক চুরির অভিযোগ এনে মামলা মৃদুলের

চেক ডিজঅনার হওয়াতে উকিল নোটিশ পাঠানো দেবাশীষ কুমার বাগচির বিরুদ্ধে উল্টো চেক চুরির মামলা করেছেন শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

দেবাশীষ কুমার বাগচির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা দায়েরের পর, এবার তাকে প্রতারক, বিশ্বাস ভঙ্গকারী

ও চোর প্রকৃতির লোক আখ্যায়িত করে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ছোট ভাই শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য়, আমলী আদালত মেহেরপরে দন্ডবিধির ৪৪৭, ৩৮০, ৪০৬ ও ৪০৮ ধারাতে আদালতে মামলাটি দায়ের করেছেন। মামলা নম্বর ৭৮৭/২০২৩।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার দুপুরে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল সশরীরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর আমলী আদালত মেহেরপুরে হাজির হয়ে তার আইনজীবী অ্যাড. আব্দুল মতিনের মাধ্যমে মামলা দায়েরের আবেদন করলে আদালত মামলাটি আমলে নেন এবং ওসি তদন্তকে মামলাটির তদন্তভার দেন।

নালিশি মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে মামলার আবেদনে মৃদুল বলেছেন থানায় জিডি করা এবং ৯৮ ধারাতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা থাকার কারণে এই মামলাটি করতে বিলম্ব হয়েছে।

তিনি মেহেরপুর শহরের প্রতিষ্ঠিত পরিবারের সন্তান এবং একজন প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার ব্যবসায়ী। তার পিতা মরহুম ছহিউদ্দিন সাহেব মেহেরপুর আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, তিন বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য। তার ভাই একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। তার পরিবারের সকল সদস্য শিক্ষিত স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর ও বাইরের জেলাতে সুনামের সাথে ঠিকাদারী ব্যবসা করে আসছেন। পাশাপাশি মেহেরপুর জেলা যুবলীগেণ যুগ্ম-আহবায়ক পদে থেকে সক্রিয় ভাবে রাজনীতি করছেন।

যুবলীগের কর্মী হিসাবে মৃদুলের সাথে দেবাশীষ বাগচির সম্পর্ক ছিলো। মৃদুলের ব্যবসায়িক অফিসে কর্মী হিসাবে আসামি দেবাশীষ বাগচির যাওয়া আসা ছিলো এবং মৃদুলের হুকুম শোনার ও বাহক হিসাবে তার কাছে থাকতো।

ইতোপূর্বে গত ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুরের সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে পাওনা টাকা ও ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু।

সে সময় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু

বলেছিলেন, ‘আমি আওয়ামী পরিবারের সন্তান এবং আমি নিজেও বর্তমানে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। পারিবারিক সূত্রে বহু বছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা পরিসমাপ্তি ঘটালে তার সঙ্গে আমার মূলধন ও লভ্যাংশসহ আনুমানিক দুই কোটি ৫০ লাখ টাকার বেশি পাওনা হয়। প্রাপ্য টাকা না পেয়ে আমি, আমার ও তার পরিবারের লোকজনসহ জেলা যুবলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি। এক সময় সবার হস্তক্ষেপে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আমার সঙ্গে হিসাব করতে রাজি হয়। আমি হিসাবে বসতে বললে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করে। একপর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে তখন সে মৌখিকভাবে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীমাংসা করে এবং আমাকে চলতি বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে। ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিশপে বসে আমাকে ২৪ জুলাই তারিখ দিয়ে রূপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করে। আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলনের জন্য অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজঅনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে, গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ওই চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার দিনই চেকদাতা শহীদ সরফরাজ মৃদুল চেকটি হারিয়ে গেছে বলে মেহেরপুর থানায় একটি মিথ্যা জিডি করে, যার নম্বর ১২৭৫। এর পর থেকে সে আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করে এবং আমি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়ায় জাত তুলে গালাগাল করে। আমি নিরুপায় হয়ে গত ৩০ আগস্ট শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নামে একটি আইনি নোটিশ পাঠাই। একই দিন আমার বিরুদ্ধে সে আদালতে একটি পিটিশন মামলা করে। ওই মামলার কারণে ১ সেপ্টেম্বর আমার বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালায়। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবার হুমকির মধ্যে রয়েছি। আমি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে আমাকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। আমাকে দেওয়া চেক ছিনিয়ে বা প্রশাসনিক ক্ষমতায় নিয়ে নেওয়া হলে এবং আমি ন্যায়বিচার না পেলে

পরিবারসহ আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোনো উপায় থাকবে না।’

উক্ত সংবাদ সম্মেলনটিতে মেহেরপুর জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।